যুগান্তর

ভিসির জিরো টলারেন্স নীতি

যবিপ্রবি র‍্যাগিং ও টর্চার সেলমুক্ত

প্রকাশ : ১৫ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ইন্দ্রজিৎ রায়, যশোর

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) ভিসি প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন র‍্যাগিং ও টর্চার সেলের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। তার এ নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হল ও শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করছেন। এ বছর মার্চে র‍্যাগিংয়ের নামে ১২ শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক হয়। এছাড়া ক্যাম্পাসে আর এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা র‍্যাগিং ও টর্চার সেলের নামে নির্যাতনের সেই ভয়াবহ দিন যেন আর ফিরে না আসে।

এ ব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, দুটি হলে একজনও অবৈধ শিক্ষার্থী নেই। কোনো টর্চার সেলও নেই। খুব সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে। রোববার আমি নিজে হল গিয়েছি। র‍্যাগিং ও টর্চার সেলমুক্ত ক্যাম্পাস করতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। শহরের একটা ছেলে খুব ডিস্টার্ব করছে। র‍্যাগিংবিরোধী পোস্টার নিয়ে শিক্ষক নেতারা হুমকি দিচ্ছে। তার নোংরা রাজনীতির কারণে একটু অসুবিধা হচ্ছে। কিছুদিন আগেও তার সমর্থকরা ক্যাম্পাসে মারামারি করেছে। ভিসি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৭০০ জনের আবাসন ব্যবস্থা আছে। বাকিরা শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে থাকে। সেখানেও তাদের তেমন কোনো নির্যাতনের অভিযোগ নেই। এক্ষেত্রে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি। এরপরও যে কোনো সমস্যা হলে সরাসরি আমাকে জানাতে শিক্ষার্থীদের বলেছি। আমি কঠোর ব্যবস্থা নেব।

শিক্ষার্থীরা বলেন, ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের সুনির্দিষ্ট কক্ষ ও ছাদ, একমাত্র ক্যাফেটেরিয়া ও শহরের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে নবীন শিক্ষার্থীরা র‍্যাগিংয়ের শিকার হতো। এমনকি টর্চার সেলে নিয়ে তাদের অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, হল শাখা, বিভাগ শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে সরাসরি এসব টর্চার সেল পরিচালিত হতো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষার্থী বলেন, শহীদ মশিয়ুর রহমান হলের ৫১৭ নম্বর কক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার দ্বিতীয় তলায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম শামীম হাসানের টর্চার সেল।

পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের একজন শিক্ষার্থী জানান, প্রতিদিন রাত ৯টায় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার দ্বিতীয় তলায় আসর বসত। সেখানে শিক্ষার্থীদের হাজির করে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো। সেটা ছিল এক ভয়াবহ সময়। সেইদিন যেন আর কখনও ফিরে না আসে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম হাসান বলেন, আমি র‍্যাগিংবিরোধী ছিলাম। অনেক শিক্ষার্থীকে র‍্যাগ থেকে উদ্ধার করেছি। ক্যাম্পাসে কখনও আমার টর্চার সেল ছিল না। তখন তো কেউ এ ব্যাপারে অভিযোগ করেননি। এখন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে শহীদ মশিয়ুর রহমান হল দখলের ঘটনা ঘটেছিল।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন র‍্যাগিংবিরোধী অভিযান শুরু করে। কিন্তু শেখ হাসিনা হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়রা আজমিরা এরিনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একাংশ র‍্যাগিংবিরোধী পোস্টারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক নেতারা ও ছাত্রলীগের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। উচ্চ আদালতে তারা রিট করলে বহিষ্কারাদেশ স্থগিত করা হয়। এছাড়াও র‍্যাগিংয়ের নামে ১২ শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায় চলতি বছরের ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৯ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। তাদের মধ্যে দুইজনকে আজীবন, একজনকে দুই বছর ও বাকি ছয়জনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।